



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 990 - 997

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সমরূপতা ছাড়াই ঐক্য : লাতিনো পার্থক্য ও সংহতির একটি দার্শনিক অনুসন্ধান

ড. মোঃ নাজমুল হাসান

স্বাধীন গবেষক

Email ID: hasan.santiniketan@gmail.com

ORCID ID 0009-0003-3209-4910

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Latino identity;
cultural identity;
racialization;
heterogeneity;
coalition politics;
cultural
solidarity;
political
solidarity; Latinx
philosophy.

Abstract

This article theorizes Latino solidarity as a contested cultural formation produced at the intersection of heterogeneity and racialization in the United States. While Latinidad is frequently invoked as a stable pan-ethnic or cultural category, it is constituted through profound differences of race, national origin, class, language, and historical consciousness. Drawing on Latinx philosophy, critical race theory, and cultural theory, the article interrogates the epistemic and political assumptions that underwrite appeals to Latino unity. It argues that racialization functions as a cultural logic that simultaneously homogenizes Latino subjects within dominant discourses and fractures them internally through uneven relations of power and recognition. Against essentialist and consensus-based models of solidarity, the article advances a theoretical account of coalition as a culturally mediated practice—one that emerges through negotiation, translation, and shared struggle rather than through the presumption of common identity. By reframing Latino solidarity as an ongoing interpretive and political discourse, this analysis situates collective belonging within processes of cultural production, contestation, and resistance, offering a framework attuned to difference, power, and historical contingency.

Discussion

ভূমিকা – ‘ল্যাটিনো’ শব্দটি সাধারণভাবে মানুষের পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একই শব্দের আভিধানিক অর্থ ল্যাটিন আমেরিকা (Latin America) এবং যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ল্যাটিনো সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারেই আলাদা অনুভূতিপ্রকাশ পাই। এই ভিন্নতা শুধুমাত্র ভাষাগত নয়, বরং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানসিকতা, ইতিহাস, স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা বর্তমান। ল্যাটিন আমেরিকা মূলত একটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ধারণা, যেখানে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষাভাষী দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অঞ্চলের মানুষ নিজেকে সাধারণত জাতি বা দেশের নাম (যেমন - মেক্সিকান, আর্জেন্টাইন ইত্যাদি) দ্বারা পরিচয় করান, ‘ল্যাটিনো’ বা ‘ল্যাটিন-আমেরিকান’ হিসেবে খুব কমই প্রথম পরিচয় বেছে নেন (Mignolo 5-7)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে, ‘Latino’ শব্দটি সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে

বসবাসকারী যারা ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কযুক্ত তাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও, ল্যাটিন আমেরিকায় বসবাসকারী লোকেরা নিজেকে মূলত তাদের জাতিগত বা জাতীয় পরিচয় দ্বারা চেনেন, যেমন ব্রাজিলিয়ান বা পেরুভিয়ান। এতে স্পষ্ট হয় যে, অঞ্চলের বাস্তব ব্যবহারিক পরিচয় রাষ্ট্র-ভিত্তিক ও স্থানীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত হয়। ল্যাটিন আমেরিকা নিজেই খুব বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। এখানে ভাষা, বর্ণ, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ণ এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, একক ‘ল্যাটিনো’ পরিচয় তৈরি করেনি। প্রতিটি দেশ বা রাষ্ট্র নিজস্ব ইতিহাস, অধিবাসী ঐতিহ্য, ইউরোপীয় উপনিবেশ এবং আফ্রিকান প্রভাব নিয়ে নিজস্ব পরিচয় গড়ে ওঠে। এই কারনেই খুব কম ল্যাটিন আমেরিকান লোকেরই মনে হয় তারা একক, অন্তর্ভুক্তিমূলক বর্ধিত ‘ল্যাটিনো’ পরিচয়ের অংশ। এতদসত্ত্বেও, ল্যাটিন আমেরিকার পরিচয় একটি ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক শ্রেণী হিসাবে বোঝা যায়, যেখানে মূল ভিত্তি ভাষা ও উপনিবেশবাদের ইতিহাস (Acuna 3)।

ল্যাটিনো শব্দটির ব্যুৎপত্তি এবং এর প্রয়োগ যতটা না নৃতাত্ত্বিক, তারচেয়ে বেশি রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক। ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রায় ২০টি দেশের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধার জন্য এই শব্দের ব্যবহার শুরু হলেও, মেক্সিকো সিটি থেকে বুয়েনোস আইরেস পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই শব্দের অর্থ যা, লস অ্যাঞ্জেলেস বা মায়ামিতে তার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে অভিবাসন, বর্ণবাদ এবং জাতীয়তাবাদের এক দীর্ঘ ইতিহাস। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বসবাসরত মানুষের কাছে ‘ল্যাটিনো’ কোনো প্রাথমিক পরিচয় নয়। সেখানে পরিচয় নির্ধারিত হয় মূলত জাতীয় রাষ্ট্র বা ‘Nation State’ এর মাধ্যমে। একজন মেক্সিকান নাগরিক যখন মেক্সিকোতে থাকেন, তিনি নিজেকে ল্যাটিনো হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। তার কাছে তার জাতীয় পরিচয়ই প্রধান। তিনি একজন ‘মেক্সিকানো’। একইভাবে একজন কলম্বিয়ান বা আর্জেন্টাইন নাগরিকের কাছে তার জাতীয় পতাকা, ফুটবল দল এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতিই তার আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। ল্যাটিন আমেরিকায় ‘ল্যাটিনো’ বা ‘লাতিনোআমেরিকানো’ শব্দটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হয় যখন তারা অন্য কোনো মহাদেশের (যেমন ইউরোপ বা এশিয়া) সাথে নিজেদের তুলনা করেন (Gomez 42)।

ল্যাটিন আমেরিকায় বর্ণবাদ নেই— এমনটা ভাবলে ভুল হবে। তবে সেখানকার বর্ণবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট বাইনারিতে চলে না। ল্যাটিন আমেরিকায় পরিচয় নির্ধারিত হয় ‘মেস্তিজাজে’ (Mestizaje) বা মিশ্রণের দর্শনে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, আদিবাসী আমেরিকান এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সংমিশ্রণ ঘটেছে, তাকেই জাতীয় পরিচয়ের মূল শক্তি হিসেবে দেখা হয়। তবে এই কাঠামোর ভেতরেও একটি গোপন স্তরবিন্যাস রয়েছে। সাধারণত যাদের গায়ের রঙ বেশি ফর্সা, তারা উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণির অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। কিন্তু তবুও, তারা নিজেদের ‘ল্যাটিনো’ না বলে ‘আর্জেন্টাইন’ বা ‘পেরুভিয়ান’ হিসেবেই ডাকতে পছন্দ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিনো বা হিস্পানিক হওয়া মানে একটি নির্দিষ্ট ‘সংখ্যালঘু’ (Minority) গোষ্ঠীর অংশ হওয়া। এখানে পরিচয়টি প্রশাসনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে (Oboler 63-65)।

আমেরিকায় ল্যাটিনো পরিচয়ের যাত্রা শুরু হয় মূলত সেন্সাস বা আদমশুমারির হাত ধরে। ১৯৭০ সালের আগে মেক্সিকান বা পুয়ের্তো রিকানদের আলাদাভাবে গণনার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। আমেরিকার সরকার যখন দেখল যে স্প্যানিশ ভাষী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তখন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের জন্য একটি ‘ছাতা’ বা আমব্রেলা টার্মের প্রয়োজন হল। এভাবেই ‘হিস্পানিক’ এবং পরবর্তীতে ‘ল্যাটিনো’ শব্দের ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে একজন ব্যক্তি যখন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখেন, তার পরিচয় মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। একজন মেক্সিকান ডাক্তার বা কলম্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় প্রবেশ করার পর কেবল তার পেশা বা জাতীয়তায় পরিচিত হন না; আমেরিকান সমাজ তাকে ‘ব্রাউন’ বা ‘ল্যাটিনো’ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট জাতিগত ছাঁচে ফেলে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানে বলা হয় বর্ণায়ন। এখানে ল্যাটিনো হওয়া মানে হল একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া, যেখানে তাকে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের চেয়ে ‘আলাদা’ হিসেবে দেখা হয় (Omi and winant 105-107)।

১. মেথডলজি - এই গবেষণাটি গুণগত (qualitative) ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণভিত্তিক একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি অনুসরণ করা হইছে। এটি কোনো প্রাইমারি ফিল্ডওয়ার্ক বা পরিসংখ্যানগত সার্ভে উপর নির্ভর করে না; বরং বিদ্যমান স্কলার,

ঐতিহাসিক দলিল, নীতিনির্ভর লেখা এবং সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্বের সমন্বয়ের মাধ্যমে লাতিনো সংহতির ধারণাকে বিশ্লেষণ করে। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী, কারণ লাতিনো পরিচয় নিজেই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্মাণ, যা পরিমাপের চেয়ে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্রথমত, প্রবন্ধটি critical race theory এবং racial formation theory-এর উপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রে লাতিনোদের racialization প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে। Omi এবং Winant-এর racial formation তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে কীভাবে রাষ্ট্র, আইন এবং গণমাধ্যম লাতিনো পরিচয়কে একটি একক কিন্তু অস্থিতিশীল জাতিগত শ্রেণিতে রূপ দেয় (Omi and Winant 105-112)। এই তাত্ত্বিক ফ্রেম লাতিনো পরিচয়ের বাহ্যিক নির্মাণ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব— দুটোই বুঝতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, গবেষণাটি comparative-historical analysis ব্যবহার করে বিভিন্ন লাতিনো জাতীয় গোষ্ঠীর অভিবাসন ইতিহাস ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার তুলনা করে। কিউবান, মেক্সিকান এবং মধ্য আমেরিকান অভিবাসন অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিদ্যমান ঐতিহাসিক গবেষণা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট লাতিনো সংহতির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে (García; Haney López)। এই তুলনামূলক পদ্ধতি ‘লাতিনো’ পরিচয়ের ভেতরের অসমতা ও ভিন্ন স্বার্থকে স্পষ্ট করে তোলে। তৃতীয়ত, প্রবন্ধটি intersectional analysis গ্রহণ করে বর্ণ, শ্রেণি, ভাষা, লিঙ্গ এবং অভিবাসন অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। বিশেষ করে আফ্রো-লাতিনো অভিজ্ঞতা এবং লাতিনো সম্প্রদায়ের ভেতরের রঙবাদ বোঝার জন্য এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ (Vargas)। এতে করে সংহতিকে কেবল জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্ন হিসেবে না দেখে, বহুস্তরীয় ক্ষমতা সম্পর্কের ফল হিসেবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। চতুর্থত, এই গবেষণায় discourse analysis পদ্ধতি আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নীতিনির্ধারণমূলক ভাষা, আদমশুমারির শ্রেণিবিভাগ এবং মিডিয়ার উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে ‘লাতিনো’ পরিচয়কে একদিকে রাজনৈতিকভাবে কার্যকর, অন্যদিকে সামাজিকভাবে সীমাবদ্ধ করা হয় (Mora)। এই ভাষা বিশ্লেষণ লাতিনো সংহতির সীমা ও সম্ভাবনা উভয়ই চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। সবশেষে, এই মেথডলজির একটি স্বীকারোক্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাইমারি এম্পিরিক্যাল ডেটার অনুপস্থিতির কারণে প্রবন্ধটি নির্দিষ্ট স্থানীয় অভিজ্ঞতার গভীরে প্রবেশ করে না। তবে এই সীমাবদ্ধতাই প্রবন্ধটির শক্তি, কারণ এটি বৃহত্তর তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত প্রশ্নগুলোর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই তাত্ত্বিক ফ্রেমকে ফিল্ডওয়ার্ক বা পরিমাণগত ডেটার সঙ্গে যুক্ত করে আরও সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ সম্ভব।

২. ল্যাটিন আমেরিকা বনাম ইউএস ল্যাটিনো : প্রধান পার্থক্যসমূহ - ল্যাটিন আমেরিকার স্থানীয় ল্যাটিনো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী ল্যাটিনোদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিচে গভীরতর বিশ্লেষণ করা হল। (Garcia 112-118)

ক. পরিচয়ের উৎস - ল্যাটিন আমেরিকায় পরিচয় আসে ভেতর থেকে, অর্থাৎ আপনার ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশ। আপনি সেখানে ‘অন্য’ নন। কিন্তু আমেরিকায় ল্যাটিনো পরিচয়টি আসে বাইরে থেকে। আমেরিকান সমাজ আপনাকে ল্যাটিনো হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি একটি ‘রিঅ্যাক্টিভ আইডেন্টিটি’। অর্থাৎ, বৈষম্য বা অন্যভাবে দেখার প্রতিক্রিয়ায় এই পরিচয়টি শক্তিশালী হয়।

খ. ভাষার অবস্থান - ল্যাটিন আমেরিকায় স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ হলো আধিপত্য বিস্তারকারী ভাষা। এটি শিক্ষা, প্রশাসন এবং শিল্পকলার ভাষা। কিন্তু আমেরিকায় ল্যাটিনোদের জন্য স্প্যানিশ ভাষাটি একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার বা অনেক ক্ষেত্রে বাধার কারণ। ইউএস ল্যাটিনোদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ এখন ‘স্প্যাংলিশ’ (স্প্যানিশ ও ইংরেজির সংমিশ্রণ) ব্যবহার করে, যা ল্যাটিন আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের মানুষের কাছে অনেক সময় ‘অশুদ্ধ’ মনে হয়।

গ. বর্ণবাদী অভিজ্ঞতা - ল্যাটিন আমেরিকায় বর্ণবাদ থাকলেও তা সাধারণত ‘কালারবাদ’ (Colorism) হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিনো পরিচয়টি একটি ‘রেস’ বা বর্ণের মতো আচরণ করে। একজন সাদা চামড়ার কিউবান ল্যাটিন আমেরিকায় যে সুবিধা পান, আমেরিকায় এসে তিনি যদি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন, তাকেও অনেক সময় একই

ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হয় যা একজন কালো চামড়ার ল্যাটিনোকে হতে হয়। আমেরিকার বর্ণবাদী কাঠামো সবাইকে 'ল্যাটিনো' পরিচয়ের নিচে অবস্থান করে।

৩. সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও 'ল্যাটিনক্স' (Latinx) বিতর্ক - বর্তমানে ইউএস ল্যাটিনোদের মধ্যে একটি নতুন আন্দোলন দেখা যাচ্ছে যা ল্যাটিন আমেরিকায় প্রায় অনুপস্থিত। সেটি হল জেন্ডার-নিউট্রাল পরিচয় বা 'Latinx' বা 'Latine' এর ব্যবহার। ল্যাটিন আমেরিকার সমাজ এবং ভাষা অত্যন্ত জেন্ডার-স্পেসিফিক। সেখানে পুরুষ বা নারীর বিভাজন ভাষার ব্যাকরণেই গেঁথে দেওয়া হইছে। কিন্তু আমেরিকার তরুণ ল্যাটিনোরা (Gen Z) এই লৈঙ্গিক বিভাজন ভাঙতে চান। তারা নিজেদের ল্যাটিনো বা ল্যাটিনা না বলে 'ল্যাটিনক্স' বলতে পছন্দ করেন। মজার ব্যাপার হল, ল্যাটিন আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে এই শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত এবং অনেকক্ষেত্রে একে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে দেখা হয়। এই বিতর্কটিই প্রমাণ করে যে আমেরিকার ল্যাটিনো সংস্কৃতি এবং ল্যাটিন আমেরিকার সংস্কৃতি এখন দুটি ভিন্ন দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ল্যাটিনোরা কোনো রাজনৈতিক সংখ্যালঘু নয়, তারা নিজেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। কিন্তু আমেরিকায় ল্যাটিনোদের একটি 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে দেখা হয়। এখানে তারা একটি রাজনৈতিক ব্লক হিসেবে দর কষাকষি করে। ২০২৪ সালের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে যে, আমেরিকার ল্যাটিনোরা আর ডেমোক্র্যাট দলের চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয়। তাদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বাড়ছে। বিশেষ করে যারা ইভানজেলিকাল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন, তারা রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকছেন। এই রাজনৈতিক মেরুকরণ আমেরিকার ল্যাটিনো পরিচয়কে আরও জটিল করে তুলছে। অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো (যেমন মেক্সিকো বা ব্রাজিল) তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে আমেরিকায় বসবাসরত ল্যাটিনোদের ব্যবহার করতে চায়, যা দুই অঞ্চলের সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের টেনশন তৈরি করে (Mora 3-7)।

ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশের অর্থনীতি এখন ইউএস ল্যাটিনোদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটি এক অদ্ভুত নির্ভরতা তৈরি করেছে। আমেরিকার ল্যাটিনোরা সেখানে কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ পাঠান, যা ল্যাটিন আমেরিকার গ্রাম বা শহরগুলোর চেহারা বদলে দিচ্ছে। কিন্তু এর ফলে একটি সাংস্কৃতিক দূরত্বও তৈরি হচ্ছে। দেশে থাকা আত্মীয়রা অনেক সময় মনে করেন যে আমেরিকায় থাকা ল্যাটিনোরা তাদের সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে 'আমেরিকানাইজড' হয়ে গেছে। ল্যাটিনো পরিচয় কোনো স্থির কোনো বিষয় নয়। এটি স্থান এবং কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়। ল্যাটিন আমেরিকায় যা জাতীয় গৌরব, আমেরিকায় তা একটি টিকে থাকার লড়াই। এই দুই ল্যাটিনো পরিচয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হলো ভাষা এবং অভিন্ন শেকড়, কিন্তু তাদের জীবনের বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। ল্যাটিন আমেরিকার ল্যাটিনোরা যেখানে একটি বিশাল মহাদেশের মালিক, ইউএস ল্যাটিনোরা সেখানে একটি দ্রুত বর্ধনশীল কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন রাজনৈতিক শক্তি। ভবিষ্যতে এই দুই ল্যাটিনো পরিচয় আরও দূরে সরে যাবে নাকি কোনো নতুন বৈশ্বিক সংহতি তৈরি করবে, তা নির্ভর করছে ল্যাটিনোদের নিজেদের ভেতরকার সংলাপের ওপর।

৪. ল্যাটিনো বনাম হিস্পানিক : পার্থক্য ও সংজ্ঞা - আমেরিকায় ল্যাটিনো এবং হিস্পানিক শব্দ দুটি প্রায়ই একইভাবে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে (Gomez 45)।

- হিস্পানিক (Hispanic) : এটি মূলত ভাষাগত পরিচয়। যারা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন বা যাদের পূর্বপুরুষরা স্পেন থেকে এসেছেন, তাদের হিস্পানিক বলা হয়। অর্থাৎ এতে স্পেন অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ব্রাজিল (যেখানে পর্তুগিজ ভাষা চলে) অন্তর্ভুক্ত নয়।
- ল্যাটিনো (Latino/Latina) : এটি মূলত ভৌগোলিক পরিচয়। ল্যাটিন আমেরিকা (মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ) থেকে আসা মানুষ বা তাদের বংশধরদের ল্যাটিনো বলা হয়। এতে ব্রাজিল অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু স্পেন অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমানে জেন্ডার-নিউট্রাল শব্দ হিসেবে Latinx বা Latine শব্দগুলোর ব্যবহারও বাড়ছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। ল্যাটিনো পরিচয়টি ঐতিহাসিকভাবে কোনো জৈবিক সত্য নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও প্রশাসনিক নির্মাণ।

১৯৭০-এর দশকের আগে মার্কিন আদমশুমারিতে মেক্সিকান বা কিউবানদের আলাদা কোনো ক্যাটাগরি ছিল না। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ইউএস সেন্সাস ব্যুরো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের স্প্যানিশভাষী অভিবাসীদের একীভূত করে ‘হিস্পানিক’ বা পরবর্তীতে ‘ল্যাটিনো’ ক্যাটাগরি প্রবর্তন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য পরিমাপ করা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্টন সহজ করা।

ল্যাটিনোরা কোনো নির্দিষ্ট ‘রেস’ বা বর্ণ নয়। ইউএস প্রেক্ষাপটে ল্যাটিনোরা যে কেউ হতে পারেন -

- **আফ্রো-ল্যাটিনো** : যাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস হিসেবে ল্যাটিন আমেরিকায় এসেছিলেন (যেমন— ডমিনিকান রিপাবলিক বা কিউবার অনেক মানুষ)।
- **আদিবাসী (Indigenous)** : যাদের শিকড় মেক্সিকো বা গুয়াতেমালার আদিবাসীদের মধ্যে।
- **খেতাজ ল্যাটিনো** : যাদের বংশধররা সরাসরি ইউরোপ থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় বসতি গেড়েছিল (যেমন— আর্জেন্টিনা বা উরুগুয়ের অনেকে)।
- **মেস্তিজো (Mestizo)** : যারা ইউরোপীয় এবং আদিবাসীদের মিশ্র বংশোদ্ভূত।

এই বিশাল বৈচিত্র্যের কারণে একজন ল্যাটিনোর সামাজিক অভিজ্ঞতা আর অন্যজনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে।

ইউএস প্রেক্ষাপটে ল্যাটিনো বলতে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক অবস্থার মানুষকে বোঝায়—

- **মেক্সিকান-আমেরিকান** : ল্যাটিনোদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রুপ। এদের অনেকের পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে আমেরিকায় আছে।
- **পুয়ের্তো রিকান** : তারা জন্মগতভাবে মার্কিন নাগরিক, কারণ পুয়ের্তো রিকো একটি ইউএস টেরিটরি।
- **অভিবাসী ও শরণার্থী** : কিউবা, ভেনেজুয়েলা বা মধ্য আমেরিকার দেশগুলো থেকে যারা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে সম্প্রতি আমেরিকায় এসেছেন।

যদিও স্প্যানিশ ভাষাকে ল্যাটিনো পরিচয়ের মেরুদণ্ড মনে করা হয়, তবে বর্তমান আমেরিকায় ভাষা ব্যবহারের ধরন পাল্টাচ্ছে। যেমন, প্রথম প্রজন্মের কাছে স্প্যানিশ প্রধান ভাষা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের ল্যাটিনোরা অনেকেই ইংরেজিকে প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন অথবা ‘স্প্যানিশ’ (স্প্যানিশ ও ইংরেজির মিশ্রণ) ব্যবহার করেন।

মার্কিন রাজনীতিতে ল্যাটিনোদের একটি ‘ভোট ব্যাংক’ হিসেবে দেখা হলেও বাস্তবে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশাল ফারাক রয়েছে। ফ্লোরিডার রক্ষণশীল ল্যাটিনো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার প্রগতিশীল ল্যাটিনোদের চাওয়া-পাওয়া এক নয়। তবে আমেরিকায় যখন ‘ব্রাউন’ বা ‘অন্য’ হিসেবে ল্যাটিনোদের ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়, তখন এই ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ একটি সাধারণ রাজনৈতিক সলিডারিটি বা সংহতি স্থাপন করতে চাই। ইউএস প্রেক্ষাপটে ল্যাটিনো হওয়া মানে কেবল একটি ভাষায় কথা বলা বা একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে আসা নয়; বরং এটি একটি ক্রমাগত বিবর্তিত পরিচয় যা রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে তৈরি।

মার্কিন রাজনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানে ‘ল্যাটিনো’ বা ‘হিস্পানিক’ শব্দ দুটি প্রায়ই এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন তারা সবাই একই চিন্তা ও আদর্শের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবতা হল, মেক্সিকান-আমেরিকানদের অভিজ্ঞতা আর কিউবান বা ভেনেজুয়েলানদের অভিজ্ঞতা এক নয়। ২০২৪ সালের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে, ল্যাটিনো ভোট কোনো নির্দিষ্ট দলের সম্পত্তি নয়। এই নিবন্ধের যুক্তি হল, ল্যাটিনো সংহতি কোনো কৃত্রিম ‘ঐকমত্য’ (Consensus) থেকে আসবে না। বরং এটি আসবে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জোটবদ্ধ (Coalition) হওয়ার মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ‘ল্যাটিনো’ বা ‘হিস্পানিক’ শব্দ দুটি প্রায়ই এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন এটি একটি সুসংগত, সমজাতীয় গোষ্ঠী। মূলধারার মিডিয়া এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রায়ই ‘ল্যাটিনো ভোট’ বা ‘ল্যাটিনো এজেন্ডা’ নিয়ে কথা বলেন, যা একটি মৌলিক ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল, ল্যাটিনো পরিচয় কোনো একক বিন্দুতে মিলিত হওয়া ‘ঐকমত্য’ (Consensus) নয়, বরং

এটি একটি জটিল এবং বহুমুখী ‘জোট’ (Coalition)। ঐতিহাসিকভাবে, ‘ল্যাটিনো’ পরিচয়টি একটি কৃত্রিম প্রশাসনিক সৃষ্টি। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো স্প্যানিশ-ভাষী বিভিন্ন অভিবাসীদের একটি ছাতর নিচে আনার জন্য ‘হিস্পানিক’ শব্দটি প্রবর্তন করে। কিন্তু মেক্সিকান-আমেরিকানদের চিকানো আন্দোলনের ইতিহাস, পুয়ের্তো রিকানদের ঔপনিবেশিক লড়াই এবং কিউবানদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। এই ঐতিহাসিক ভিন্নতাই বর্তমানের রাজনৈতিক বিভাজনকে স্পষ্ট করে তোলে। ল্যাটিনো সংহতি তখনই সম্ভব, যখন আমরা স্বীকার করে নেব যে ল্যাটিনোদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আছে, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা আছে এবং জীবন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আছে। এই ভিন্নতাকে মুছে ফেলে ‘একক পরিচয়’ তৈরি করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংহতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই ভিন্নতাগুলোকে মেনে নিয়ে একটি কৌশলগত জোট গঠনের ওপর (Rodriguez 45-47)।

৫. ভিন্নতা বা Heterogeneity : জাতীয়তা, শ্রেণি এবং প্রজন্মের বিভাজন - ল্যাটিনোদের সংহতির পথে সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য হল তাদের মধ্যকার চরম অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা বা Heterogeneity। এই ভিন্নতাকে তিনটি প্রধান মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করা যায় (Alcoff 91-95) -

- **জাতীয়তা ও মূল ভূখণ্ড** : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিনোদের প্রায় ৬০% মেক্সিকান বংশোদ্ভূত। তাদের ইস্যুগুলো মূলত সীমান্ত নীতি এবং শ্রম অধিকার কেন্দ্রিক। অন্যদিকে, ফ্লোরিডায় বসবাসরত কিউবান বা ভেনেজুয়েলানদের কাছে ‘সমাজতন্ত্র’ একটি আতঙ্ক, যা তাদের রিপাবলিকান রাজনীতির দিকে ধাবিত করে। আবার পুয়ের্তো রিকানরা জন্মগতভাবে মার্কিন নাগরিক হলেও তারা এক ধরনের ‘সেকেন্ড ক্লাস’ সিটিজেনশিপের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসগুলো একটি একক ল্যাটিনো রাজনৈতিক পরিচয় গঠনে বাধা দেয়।
- **শ্রেণিগত অবস্থান** : ল্যাটিনোদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ শ্রমিক শ্রেণিতে কাজ করলেও, গত দুই দশকে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ল্যাটিনো সমাজ গড়ে উঠেছে। যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অনেক সময় নতুন আসা অভিবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। একজন ল্যাটিনো বিজনেস ওনারের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার আর একজন খেতমজুরের অগ্রাধিকার কখনো এক হবে না।
- **প্রজন্ম ও ভাষা** : তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের ল্যাটিনোরা অনেকেই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারেন না এবং তারা নিজেদের আমেরিকান হিসেবেই বেশি পরিচয় দেন। তাদের কাছে অভিবাসন নীতি কোনো প্রাথমিক ভোট নির্ধারক ইস্যু নয়। এর বিপরীতে, প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের কাছে পারিবারিক পুনর্মিলন এবং আইনি সুরক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রজন্মের ব্যবধান ল্যাটিনো সলিডারিটিকে আরও ভঙ্গুর করে তোলে।

৬. বর্ণায়ন বা Racialization : কাঠামোগত নিপীড়ন ও পরিচয়ের রাজনীতি - ল্যাটিনোরা কোনো ‘রেস’ বা বর্ণ নয়, বরং তারা একটি এথনিক গ্রুপ। কিন্তু আমেরিকান সমাজ তাদের ক্রমাগত ‘Racialized’ বা বর্ণায়ন করছে। অর্থাৎ, তাদের চামড়ার রঙ, ভাষা বা উচ্চারণের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট জাতিগত ছাঁচে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই বর্ণায়ন প্রক্রিয়াটি ল্যাটিনো সংহতি তৈরিতে এক অদ্ভুত ভূমিকা পালন করে। একদিকে, বর্ণায়ন ল্যাটিনোদের ওপর বৈষম্য চাপিয়ে দেয়। যখন পুলিশি টহল বা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ঘটে, তখন অপরাধী বা নিয়োগকর্তা দেখেন না যে ব্যক্তিটি মেক্সিকান নাকি কলম্বিয়ান— তিনি কেবল দেখেন একজন ‘ল্যাটিনো’। এই সাধারণ নিপীড়নের অভিজ্ঞতাই ল্যাটিনোদের এক হতে বাধ্য করে। একে বলা হয় ‘Reactive Ethnicity’। অর্থাৎ, বাইরের সমাজ যখন আপনাকে একটি নির্দিষ্ট তকমা দিয়ে আক্রমণ করে, তখন আপনি সেই তকমাকেই নিজের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে এই বর্ণায়নের মধ্যেও বিভাজন আছে। ল্যাটিনোদের মধ্যে যারা শ্বেতাঙ্গ বা ‘White-passing’, তারা যে ধরনের সামাজিক সুবিধা পান, একজন আফ্রো-ল্যাটিনো বা আদিবাসী (Indigenous) ল্যাটিনো তা পান না। মার্কিন বর্ণবাদী কাঠামো ল্যাটিনোদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যকে উসকে দেয়, যা অভ্যন্তরীণ সংহতিকে ব্যাহত করে। সুতরাং, বর্ণায়ন একদিকে ল্যাটিনোদের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার রসদ জোগায়, আবার অন্যদিকে তাদের মধ্যকার বর্ণবৈষম্যকে প্রকট করে তোলে (Vargas 29-34)।

৭. কোয়ালিশন বনাম কনসেনসাস : কৌশলগত ঐক্যের নতুন মডেল - ল্যাটিনো রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুলটি ছিল একটি ‘সার্বজনীন ঐকমত্য’ বা Consensus খোঁজার চেষ্টা করা। যখন আমরা ঐকমত্যের কথা বলি, তখন আমরা ধরে নিই যে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের একটি বিশাল গোষ্ঠীর সবার স্বার্থ, আবেগ এবং রাজনৈতিক আদর্শ একই সুতোয় গাঁথা থাকবে। বাস্তবিকভাবে এটি অসম্ভব এবং গণতান্ত্রিকভাবে এটি কাম্যও নয়। এই নিবন্ধের মূল যুক্তি হল, ল্যাটিনো সংহতি কোনো জোরপূর্বক ঐকমত্য থেকে আসবে না, বরং এটি আসবে একটি সুচিন্তিত ‘কোয়ালিশন’ বা জোটের মাধ্যমে। কোয়ালিশন মডেলটি কেন বেশি কার্যকর? প্রথমত, এটি ল্যাটিনোদের অভ্যন্তরীণ ভিন্নতাকে অস্বীকার করে না। একটি জোটে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গোষ্ঠী (যেমন— মেক্সিকান শ্রমিক ইউনিয়ন, কিউবান ব্যবসায়ী সমাজ, এবং তরুণ আফ্রো-ল্যাটিনো অ্যাক্টিভিস্টরা) তাদের নিজস্ব পরিচয় বজায় রেখেই নির্দিষ্ট কিছু কমন গোল বা সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে এক হতে পারে। যেমন— স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানো বা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এমন একটি ইস্যু যা একজন টেক্সাসের রিপাবলিকান ল্যাটিনো এবং শিকাগোর একজন ডেমোক্র্যাট ল্যাটিনো উভয়েই স্পর্শ করে। এখানে তারা আদর্শগতভাবে এক না হয়েও কৌশলগতভাবে এক হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কোয়ালিশন বা জোট গঠন প্রক্রিয়ায় কোনো একক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ওপর নিজের এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে পারে না। ল্যাটিনো রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এমন এক প্ল্যাটফর্ম তৈরির ওপর, যেখানে কিউবানদের কমিউনিজম-বিদ্বেষ এবং মেক্সিকানদের বর্ডার জাস্টিস— উভয়েই যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে। যখন আমরা ‘কনসেনসাস’ খুঁজি, তখন সংখ্যাগুরু ল্যাটিনো গোষ্ঠী (যেমন মেক্সিকান-আমেরিকান) তাদের কণ্ঠস্বরকে পুরো কমিউনিটির কণ্ঠস্বর হিসেবে চালিয়ে দিতে চায়, যা সংখ্যালঘু ল্যাটিনো উপ-গোষ্ঠীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করে। কোয়ালিশন এই আধিপত্যবাদী প্রবণতাকে রুখে দেয় এবং একটি বহুমাত্রিক সংহতি গড়ে তোলে (Garcia 112-118)।

৮. ল্যাটিনো সংহতির অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ : অ্যান্টি-ব্ল্যাকনেস ও রাজনৈতিক মেরুকরণ - ল্যাটিনো সংহতির পথে কেবল বাইরের বাধা নেই, ভেতরেও রয়েছে গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফাটল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ‘অ্যান্টি-ব্ল্যাকনেস’ বা কালো-বিদ্বেষ এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক মেরুকরণ। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে বর্ণবাদের যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তা অভিবাসীদের সঙ্গে আমেরিকাতেও চলে এসেছে। ল্যাটিনোদের মধ্যে যারা নিজেদের ‘সাদা’ বা ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মনে করেন, তারা প্রায়শই আফ্রো-ল্যাটিনো বা আদিবাসী ল্যাটিনোদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেন। এই অভ্যন্তরীণ বর্ণবাদ সংহতিকে দুর্বল করে। যখন ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ (Black Lives Matter) আন্দোলনের মতো নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন সামনে আসে, তখন ল্যাটিনো কমিউনিটির একটি অংশ এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, আর অন্য অংশটি নীরব থাকে বা বিরোধিতা করে। প্রকৃত সলিডারিটি বা সংহতি তখনই সম্ভব যখন ল্যাটিনো পরিচয় থেকে এই বর্ণবাদী স্তরবিন্যাস দূর করা যাবে। ল্যাটিনো হওয়া মানেই যে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের ছায়া থেকে মুক্ত হওয়া— এই সচেতনতা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিবর্তন। গত এক দশকে ল্যাটিনোদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব কমেছে এবং ইভানজেলিকাল খ্রিস্টধর্মের (Evangelical Protestantism) প্রভাব বেড়েছে। এই ধর্মীয় রূপান্তর রাজনৈতিক আদর্শকেও প্রভাবিত করেছে, যা ল্যাটিনোদের অনেক বেশি রক্ষণশীল মেরুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে গর্ভপাত, এলজিবিটিকিউ অধিকার বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যুগুলোতে ল্যাটিনোরা এখন ব্যাপকভাবে বিভক্ত। এই মেরুকরণকে পাশ কাটিয়ে কীভাবে একটি রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখা যায়, সেটিই আগামী দশকের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা (Golash-Boza 140-146)।

উপসংহার : ল্যাটিনো সংহতির ভবিষ্যৎ পথরেখা – ‘Coalition, Not Consensus’ — এই ধারণাই ল্যাটিনো সংহতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেয়। আমাদের বুঝতে হবে যে ল্যাটিনো পরিচয়টি কোনো স্থির বা হিমায়িত বিষয় নয়; এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ল্যাটিনোদের এক করার জন্য তাদের সবাইকে একই রাজনৈতিক দল বা একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে না। বরং সংহতি হল একটি ‘প্র্যাকটিস’ বা চর্চা, যেখানে আমরা একে অপরের ভিন্নতাকে স্বীকার করেও সাধারণ শত্রু বা সাধারণ সমস্যার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে শিখি। ভবিষ্যতের ল্যাটিনো লিডারশিপ বা নেতৃত্বকে অবশ্যই

‘ইন্টারসেকশনালিটি’ (Intersectionality) বা আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হল, একজন ল্যাটিনো কেবল তার জাতিগত পরিচয়ের কারণে নির্যাতিত হন না; তার শ্রেণি, লিঙ্গ এবং বর্ণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন আমরা কেবল ‘ল্যাটিনো’ হিসেবে নয়, বরং একজন শ্রমজীবী নারী বা একজন আফ্রো-ল্যাটিনো যুবক হিসেবে তাদের সমস্যাগুলো দেখব, তখনই প্রকৃত সংহতি দানা বাঁধবে।

পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনতাত্ত্বিক কাঠামোতে ল্যাটিনোদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এই সংখ্যাগত বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তর হবে না, যদি না অভ্যন্তরীণ কোয়ালিশন মজবুত হয়। ল্যাটিনো সলিডারিটি বা সংহতি কোনো গন্তব্য নয়, এটি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হবে— পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভিন্নতাকে স্বীকার করার সাহস এবং সাধারণ ন্যায়ের দাবিতে এক হওয়ার অঙ্গীকার। ল্যাটিনোদের শক্তি তাদের একরকম হওয়ার মধ্যে নয়, বরং তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক হওয়ার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত।

Reference:

- Acuña, Rodolfo F. *Occupied America: A History of Chicanos*. 8th ed., Pearson, 2015
- Alcoff, Linda Martín. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self*. Oxford UP, 2006
- García, María Cristina. *Seeking Refuge: Central American Migration to Mexico, the United States, and Canada*. U of California P, 2006
- Golash-Boza, Tanya. *Deported: Immigrant Policing, Disposable Labor, and Global Capitalism*. NYU Press, 2015
- Gómez, Laura E. *Inventing Latinos: A New Story of American Racism*. The New Press, 2020
- Haney López, Ian F. *Racism on Trial: The Chicano Fight for Justice*. Harvard UP, 2003
- Mignolo, Walter D. *The Idea of Latin America*. Blackwell Publishing, 2005
- Mora, G. Cristina. *Making Hispanics: How Activists, Bureaucrats, and Media Constructed a New American*. U of Chicago Press, 2014
- Oboler, Suzanne. *Ethnic Labels, Latino Lives: Identity and the Politics of (Re)Presentation in the United States*. University of Minnesota Press, 1995
- Omi, Michael, and Howard Winant. *Racial Formation in the United States*. 3rd ed., Routledge, 2015
- Pew Research Center. *When Labels Don't Fit: Hispanics and Their Views of Identity*. Pew Research Center, 2014
- Rodríguez, Clara E. *Changing Race: Latinos, the Census, and the History of Ethnicity in the United States*. NYU Press, 2000
- Stepan, Nancy Leys. *The Idea of Race in Science: Great Britain 1800–1960*. Archon Books, 1982
- Vargas, João H. Costa. *Catch-22: Latinos, Race, and the Politics of Citizenship*. Oxford UP, 2018